প্রশ্নঃ **চার্লস ল্যাম্ব কোন্ যুগের লেখক? কোন্ জাতীয় রচনার জন্য তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিখ্যাত? তাঁর রচনার পরিচয় দিয়ে এই লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।**

উত্তরঃ ➢ ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন চার্লস ল্যাম্ব (১৭৭৫-১৮৩৪)।

সাহিত্য সমালোচক অপেক্ষাও ইংরেজি সাহিত্যে তিনি বেশি আদৃত সাহিত্য স্রষ্টা, বিশেষতঃ সাবজেক্টিভ বা আত্মনিষ্ঠ বিষয়ী-প্রধান গদ্য লেখক হিসাবে।

যে রচনার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে আজকের দিনেও তিনি নন্দিত সেই গ্রন্থের নাম 'এসেজ অব্ ইলিয়া' (Essays of Elia)—যা বিশ্ব সাহিত্যে দোসরহীন অনন্য। লন্ডনের সামান্য এক পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। শৈশবের সাত বছর সেখানকার ক্রাইস্টস হস্পিটাল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সতীর্থ ছিলেন ইংরেজী রোমান্টিক পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক কোল্রিজ। দরিদ্র পরিবারের এই সন্তানকে একাডেমিক পড়াশোনা ছেড়ে রুজি-রোজগারের সন্ধানে বেরোতে হয়। দীর্ঘ ৩৩ বছর তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হিসাবের অফিসে কাজ করেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিল উন্মাদ রোগের বীজ। ১১ বছরের বড় তাঁর একমাত্র দিদি মেরি উন্মাদ অবস্থায় নিজের মাকে কাপড় কাটা কাঁচি দিয়ে হত্যা করে।

Scanned by CamScanner

তারপর থেকে মেরিকে প্রায়ই উন্মাদাগারে পাঠাতে হয়। একটু সুস্থ বা স্বাভাবিক হলে দিদিকে তিনি বাড়িতে নিয়ে আসতেন। সেখানে আরও দুজন অসুস্থ ভারসাম্যহীন মানুষকে দেখাশোনা করতে হত। তাঁরা ছিলেন ল্যাম্বের বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত পিতা ও মাসি। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি নিজের মনের প্রশান্তি হারাননি। না নিজের জীবনে, না নিজের রচনায়। তাঁর এই অনলস প্রয়াসে দিদি মেরিকে নিয়ে তিনি রচনা করেন বিশ্বসাহিত্যের অমর সৃষ্টি 'টেলস্ ফ্রম শেক্সপীয়র'। এই গ্রন্থের মুখ্য লেখিকা মেরি, ল্যাম্ব কেবলমাত্র লেখেন এই নাট্যকারের চারখানি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির কাহিনী।

জীবন সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধার মতো প্রতিনিয়ত ল্যাম্ব লড়াই করে গেছেন। রোমান্টিক পর্বে লালিত হলেও তিনি বাস্তবকে কোনদিন এড়িয়ে যাননি। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম প্রণয় থেকে বঞ্চিত এই যুবককেও এক বছরের জন্য (১৭৯৫-৯৬) হক্স্টনের উন্মাদাগারে কাটাতে হয়। ভাগ্যের হাতে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েও তাঁর অন্তরের স্নিগ্ধতা এবং প্রসন্নতাকে তিনি আমৃত্যু বহন করে এসেছেন। ১৭৯৮-এ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' নামক একটি কবিতা গ্রন্থ। ১৮০১ থেকে নিয়মিতভাবে তিনি সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। দীর্ঘ তিন বছর লন্ডন ম্যাগাজিন-পত্রিকায় ইলিয়া ছদ্মনামে লঘু প্রবন্ধ তিনি লিখতে থাকেন। ১৮২৫-এ চাকরি থেকে তাঁর অবসর। আর তার ৮ বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর আর এক বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাস্ট এসেজ অব্ ইলিয়া'। এ বছর তিনি নিজের দিদি এবং পালিতা কন্যা এমাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। ১৮৩৪-এর ২৭ ডিসেম্বর এই মহান লেখকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। মেরী এর পরেও আরও ১৩ বছর বেঁচেছিলেন।

কবি হিসাবে তিনি স্বল্পখ্যাত, নাট্যকার রূপেও আজ তিনি বিস্মৃত। তাঁর চিঠিপত্রগুলি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্গত হয়েও কুপার, কীটস্ প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের পাশে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। তাঁর স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তিনি তাঁর প্রবন্ধাবলীতে। এর মধ্যে গুরুগম্ভীর গবেষণালব্ধ তত্ত্ব বা তথ্যের সমাবেশ নেই, আছে এক চিত্তাকর্ষক স্বরভঙ্গি। তাঁর 'এসেজ অব ইলিয়া' লেখক-পাঠকদের অন্তরঙ্গতার অবিস্মরণীয় দর্পণ; এ যেন আলোচনার নামে ব্যক্তিগত আলাপ। এই সব ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে এক সহৃদয় মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনস্মৃতি। তাঁর ইলিয়া প্রবন্ধে কয়েকটি অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি সাউথ সী হাউস' (The South sea House), 'দি টু রেসেস্ অব্ মেন' (The two Races of Men), 'নিউ ইয়ারস্ ইভ' (New year's Eve), 'ড্রিম চিলড্রেন' (Dream Children), 'ওল্ড চায়না' (Old China) ইত্যাদি। এদের মধ্যে আছে ল্যাম্বের ব্যক্তিগত জীবনের আত্মপ্রক্ষেপ, যেখানে প্রকাশ পেয়েছে মৃদু নৈরাশ্যের উদাস করুণ সুর।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের জনক ফরাসি লেখক মঁতেন-এর মত রচনার মননশীলতা ল্যাম্বের লেখায় খুঁজে পাওয়া না গেলেও অন্তরঙ্গতার দিক থেকে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গীতিকাব্যিক মূর্ছনা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলী এককথায় অসাধারণ। বাইরে থেকে পড়লে মনে হয় তাঁর রচনার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে হাসির ছটা। কিন্তু মনস্ক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে সে হাসি কান্নার নামান্তর। বিখ্যাত প্রাবন্ধিকের ভাষায় বলা যায়, "He laughs, because he wishes to cry"

Scanned by CamScanner

সাহিত্য সমালোচক হিসাবে এই লেখকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মনস্বী প্রাবন্ধিক ব্র্যাডলে-র মতে ল্যাম্ব ছিলেন উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। নাটক ও নাট্যাভিনয় তিনি যেমন ভালবাসতেন তেমনি তিনি ছিলেন একজন আগ্রাসী পাঠক। নাটকের সমালোচনায় তিনি দেখিয়েছেন তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়। তিনি কেবল গ্রন্থকীট ছিলেন না, ছিলেন চিত্রশিল্পে সমঝদার। অতীতের অনুধ্যানে এই লেখক ছিলেন অতন্দ্র। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ যে কথা হ্যাজলিট্‌ সম্পর্কে বলেছিলেন, তা ল্যাম্ব সম্পর্কেও প্রযোজ্য—"তিনি সামনের দিকে দেখার চেয়ে পিছনে ফিরে তাকাতে বেশি ভালবাসতেন।" তাঁর রচনার মূল বৈশিষ্ট্য নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টি এবং অবিস্মরণীয় হিউমার সৃষ্টি। রোমান্টিক যুগের দুই শ্রেষ্ঠ নায়ক ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের পাশে তিনি কালজয়ী সাহিত্যিক হিসাবে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তাঁর ইলিয়ার রচনাবলী বিশ্বসাহিত্যের অমেয় সম্পদ।

Scanned by CamScanner